১৯৭১ এর মার্চ মাস

মোঃ আবদুল খালেক

ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস হচ্ছে বাঙ্গালীর আন্দোলনের মাস । এ সময়ে উত্তরী বায়ুর যবনিকা টেনে চলে আসে হুহু করে দক্ষিনা বাতাস । গাছে গাছে নতুন পাতার নাচন, কৃষ্ণচূড়ার রাঙ্গা রক্তে অভিষিক্ত ফাল্গুন এবং সুরকোকিলের মধুর ডাক জানিয়ে দেয় বসন্ত জাগ্রত দ্বারে । প্রকৃতির এ প্রভাব পৌনপনিকভাবে প্রভাবিত করে বাঙ্গালীদের মনপ্রাণ এবং উচ্ছাস নিয়ে আসে তার চলনে, বলনে ও ভঙ্গিতে । প্রকৃতিই টেনে নিয়ে আসে বাঙ্গালীদেরকে ঘরের বাইরে । ফেব্রুয়ারী-মার্চ মনে করিয়ে দেয় রক্তঝড়ার মাস, মায়ের ভাষায় কথা বলার মাস, জনসমুদ্রের মাস ও স্বাধীন আনন্দ উপছে পড়া বন্যার মাস । ১৯৭১ সালের এই উচ্ছাসের মাসে বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলের এক গাঁও গেরামের ছেলে, আমি একা চলছি শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রী নিতে সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে । কেবল পা রেখেছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজার প্রথম সিড়িতে । ভাবতে গেলে একেবারে কম কথা নয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মন তখন, নুতন আম্রমুকুল থেকে বিচ্ছুরিত মিষ্টি শিশিরের রসে পরিতৃপ্ত । বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের হাওয়ার সাথে যুক্ত হয়েছে, বিভিন্ন আবাসিক হল সমূহের ছাত্র-সংসদ নির্বাচনী তরঙ্গের উপর আরেকটি উপ-তরঙ্গ । অন্যদিকে চলছে ১৯৭১ এর পাকিস্তানের ইসলামাবাদ সরকারের বিরুদ্ধে বাংঙ্গালী জনগনের ১১ দফা ও ৬ দফা দাবী আদায়ের রাজনৈতিক যুদ্ধ । দেশের আপমর জনসাধারনের সাথে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরুন ছাত্রছাত্রীরাও অগ্রণী ভূমিকায় অংশীদার হয়ে, আন্দোলনের ধারাকে নিয়ে যাচ্ছিল এর সাফল্যের চূড়ায় । ১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ ছিল গনআন্দোলনের ফুলেফাঁপা উঠা বিস্ফোরনের একটি পূর্ব মূহুর্ত ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষবর্ষের ছাত্রনেতা খুলনার মফিজ ভাই । সাহসী ছিলেন বলে অনেকেই তাঁকে 'জুমিয়া বীর' বলে ডাকত । বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রথম আগমনের সময় আমার সাথে পরিচয় হয়েছিল মফিজ ভাই এবং তার সেচ্ছাসেবক সতীর্থদের সাথে। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি এবং আবাসিক হলে সীট পাওয়ার ব্যাপারে মফিজ ভাইদের সাহায্য, আমাদের ভর্তির প্রশাসনিক বিঘ্নকে অনেক সহজ করে দিয়েছিল। তাই ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর সময়, আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার সকল কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ তার কাছে পৌছিয়ে দিয়েছিলাম। সেদিন থেকেই মফিজ ভাই এর সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় । স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিবাদ মিছিল এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামে তিনি আমাকে যোগদানের জন্য ডেকে পাঠাতেন । রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম (এস এম) আবাসিক হলে প্রথম বর্ষের অন্যান্য ছাত্রদের সাথে আমার আবাসন হয়েছিল হলের মধ্যস্থিত হলরুমের ভিতরে । এ হলরুমটি প্রায়ই ব্যস্ত থাকত কোন অনুষ্ঠান বা আসন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনীর বক্তৃতার মঞ্চ হিসেবে । ঐ বছর একদিন এস এম হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনী প্যানেলে 'সাহিত্য সম্পাদক' হিসেবে ছাপানো অক্ষরে প্রচারিত হলো আমার নাম। বুঝতে পারলাম মফিজ ভাই আমার অজান্তেই আমার নাম সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে সংযোজন করে, তার স্নেহের প্রথম বহিপ্রকাশ জানিয়েছেন । ঠিকই একদিন মুর্হুমুর্হু শ্লোগানের মাঝে ধরফর বুক নিয়ে সদস্য পরিচিতি পর্বে, হলরুমের ষ্টেজে আমাকে দাঁড়াতেই হয়েছিল। ১৯৭১ এর মার্চে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে গনজোয়ার এবং অন্দোলনের পূর্ব প্রস্তুতির জের ধরে সেবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রকার ছাত্র সংসদ নির্বাচন স্থগিত হয়েছিল। আমার সাহিত্য সম্পাদক হওয়া হল না বটে, তবে সাহিত্য সম্পাদক হওয়ার যে ডাকটুকু সেদিন মিলেছিল, বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও তার অঢেল আকর্ষন আমাকে আজও সাহিত্যপ্রীতি করে তুলছে ।

১৯৭১ সালের ২রা মার্চ । বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীরা স্বৈরাচারী পাকিস্তানের সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও মিছিলে যোগদান করেছিলাম । সিদ্ধান্ত হয়েছিল ০৩ মার্চ ১৯৭১ তারিখ শহর অভিমুখি মিছিলে সবাইকে যোগদান করার জন্য । সকাল ১০টায় রাজশাহী শহরে যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবাদ মিছিল পৌছেছিল তখন মিছিলের উপর পাক সেনাবাহিনীর গুলি বর্ষনে একজনের মৃত্যুসহ ৫/৬ জন আহত হয়েছিল । ঐ সময় মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় । আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ফিরে আসি। তখন ডাক দেওয়া হয় আগামী কাল অর্থাৎ ০৪ মার্চ থেকে আন্দোলনের ধারাকে আরোও জোরদার করে দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সর্বোপরিভাবে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য । ০৩ মার্চ ১৯৭১ সালের রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আমরা হলের ছাত্ররা ক্যান্টিনে বসে কলিকাতা বেতারের 'সংবাদ পরিক্রমা' শুনতেছিলাম। পূর্ব বাংলার সকলের জন্য এটা ছিল একটি অতি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান । তখনকার দিনে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষন এবং তার মন্তব্যসহ প্রচারিত হতো এই অনুষ্ঠান । তখন

রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বাঙ্গালীদের কার্যক্রমের সংবাদ কলিকাতা বেতার থেকেই স্পষ্টভাবে পাওয়া যেত । পরিক্রমা অনুষ্ঠানটি যখন শোনা শেষ তখন হলের বাহির থেকে চিৎকার ভেসে আসল- হলে মিলিটারী আসছে, মিলিটারী, মিলিটারী । আমরা সবাই ভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করলাম। যে যার রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল । আমি দৌড়ে তিনতালায় একটি রুমে ঢুকলাম। জানালা দিয়ে দেখলাম একটু দুরের রাস্তা দিয়ে কয়েকটা জীপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সামসুজ্জোহা হলের দিকে এগুচ্ছে । ঠিক ঐ সময় বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেশন অতিক্রম করতে ছিল সাড়ে দশটার ট্রেন । ট্রেন এর শব্দটা একটা অশ্রুতপূর্ব ভয়ংকর হয়ে আমার কানে ও হৃদয়ে বিধতেছিল, মনে হচ্ছিল যেন ট্রেন ভর্তি মিলিটারী ছাত্র হলগুরি দিকে আক্রমনের জন্য আসছে। আর তাদের আক্রমনের বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুন ছাত্রছাত্রী ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক সামসুজ্জোহা সাহেব ১৯৬৯ এর পাকিস্তান স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একজন শহীদ বুদ্ধিজীবি । তার নামেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭০ এ নির্মিত হয়েছিল শহীদ সামসুজ্জোহা হল। তখন হলের নির্মাণ কাজ কেবল শেষ হয়েছে । ছাত্রদেরকে এখনও রুম বন্টন করা হয়নি । কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভর্তি ছাত্ররা হলের সকল রুমগুলিতে আবাসন লাভের আশায় দখল করে বসেছিল। যেহেতু হলে মেস এখনও চালু হয়নি তাই অনেকেই রুমে রান্না করে খেত অথবা অন্য হলে কিংবা ক্যাফেটেরিয়ায় খাওয়া সেরে নিত । ০৩ মার্চ ১৯৭১ ঐদিন রাতে তখন অনেক ছাত্র সংবাদ পরিক্রমা শুনে হলের দিকে ফিরতেছিল। তাদের রুমে ফিরার সময় তারাই চিৎকারে জানিয়েছিল মিলিটারী গাড়ী বহরের কথা । ঐ রাত্রে মিলিটারী গাড়ী বহর শহীদ সামসুজ্জোহা হলে গিয়ে ঢুকল। গেটের কাছে কয়েকটা রুমের দরজা ভেঙ্গে অস্ত্র হাতে উর্দ্দূ ভাষায় চেঁচিয়ে ছাত্রদেরকে ভয় দেখিয়ে তারা চলে গিয়েছিল । তাদের বার্তার সারমর্ম ছিল- যদি আগামী কালের ভিতর হল ত্যাগ না করা হয়- তবে সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে ।

০৪ মার্চ ১৯৭১ । সকাল বেলা জোহা হলের সমস্ত ছাত্ররা অন্য হলে গিয়ে আশ্রয় নিল। আমার এলাকার শেষ বর্ষের (প্রিলিমিনারি) ছাত্র সামছুল আলম (আলম ভাই) আমাদের হলে চলে এলেন এবং তার কাছে গত রাতের বিস্তারিত ঘটনা শুনেছিলাম। ০৩ এবং ০৪ মার্চ দেশের অন্যত্রও আন্দোলনের ধারা পূর্ণরুপে দানা বেঁধে উঠতেছিল। সারাদেশেই বিভোক্ষ এবং অনেক জায়গায় ছাত্র-জনতার উপর গুলি ও নির্যাতনের সংবাদ আমরা শুনেছিলাম । কিন্তু বিক্ষোভের পুরো বাস্তব রুপ এবং তীব্রতা ঐ সময় পুরোপুরি কোন একক স্থানে বসে বুঝা যাচ্ছিলনা । সারাদিন ধর্মঘট ও রাস্তায় বেড়িকেট থাকার জন্য কোন বাস ট্রেন চলতেছিলনা । এই দিনই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদেরকে হল ত্যাগের জন্য নির্দেশ দিলেন । মিলিটারীর ভয় এবং সংকোচের মাঝেও ০৪ মার্চ ৭১ তারিখ আমাদেরকে আবাসিক হলে অবস্থান করতে হয়েছিল ।

০৫ মার্চ ১৯৭১ । বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীরা হল ত্যাগ করে নিজ নিজ গন্তব্যের জন্য প্রস্তুত। সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় রেল ষ্টেশনে জড়ো হয়েছিল সকল ছাত্রছাত্রীরা । আলম ভাই এবং আমার গন্তব্য ছিল প্রথম খুলনা, তারপরে সুদূর দক্ষিন বাংলায় । ট্রেন আসলেই আমরা রাজশাহী ত্যাগ করব । সারাদিন সবাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রেল ষ্টেশনে । বিকাল পাঁচটার দিকে একটা ট্রেন রাজশাহী থেকে ঈশ্বরদীর দিকে যাত্রা করল । অনেক সাধারন যাত্রীর সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেশনের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী সবাই ট্রেনে অবতরন করল । সবাই দাঁড়িয়ে কোথাও কোন বসার জায়গা নেই । খালী মালবাহী বগীও সব ভর্তি । এটাছিল একটি লোকাল ট্রেন । গন্তব্য ছিল আবদুলপুর হয়ে ঈশ্বরদী । ঈশ্বরদীতে পৌছলাম রাত নটার দিকে। এখানেও ছিল বিহারী আতঙ্ক । শুনলাম রাত বারোটার পর সৈয়দপুর থেকে একটা ট্রেন আসবে এবং ওটা খুলনার দিকে যাবে। রাত দেড়টার দিকে ট্রেন আসল । আবারও ট্রেনের ভয়ংকর শব্দ আমার কাছে একটি মিলিটারী আতঙ্ক হয়ে বেজেছিল ।

০৬ মার্চ ১৯৭১ । ভোর চারটায় আমরা যশোর ষ্টেশনে পৌছলাম । আমাদের ১৮/২০ জন যাত্রীর গন্তব্য ছিল আপাততঃ খুলনা পর্যন্ত । ট্রেন কর্তৃপক্ষ জানালেন- নোয়াপাড়ায় ট্রেনের লাইন উপড়ে ফেলার জন্য খুলনা পর্যন্ত ট্রেন যাবার কোন উপায় নেই । রাস্তায় বেড়িকেট থাকার জন্য কোন বাসও চলাচল করতে ছিলনা । অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা সবাই অতি সকালে ট্রেন লাইন ধরে হেঁটে হেঁটে খুলনার দিকে যাত্রা করলাম । দু ঘন্টা পায়ে হাঁটার পর- কখনও রিক্সা আবার কখনও ভ্যানে করে চলতে চলতে বিকাল তিনটায় নোয়াপাড়া পৌছেছিলাম। পথে

আসার সময় দেখলাম, কিছুদুর পর পর রাস্তায় গাছ কেটে, ইট বিছায়ে এবং কোথাও রাস্তা কেটে, ট্রেন লাইন উপড়ে ফেলে যশোর থেকে খুলনা যাবার যাতায়াত পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে যশোর সেনানিবাস থেকে যাতে খুলনার দিকে সামরিক জান্তা না আসতে পারে তার জন্যই এলাকার আন্দোলনকারীরা এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ।

নোয়াপাড়াতে কিছু খাওয়া দাওয়ার পর রেললাইনের পাশে এক অশ্বত গাছের নীচে বসে আমরা বিশ্রাম নিলাম । দলের সবাই ঠিক করল এখান থেকে রাত্রিবেলা নৌকা যোগে খুলনা যাওয়াই শ্রেয় । একটা বাছারী ছইআলা নৌকা ভাড়া করা হল। সন্ধ্যার একটু আগে আমরা ভৈরব নদী বেয়ে যাত্রা করলাম খুলনার দিকে। সবযাত্রী মিলে আমরা কুড়ি কি বাইশ । পথে ডাকাতের ভয় থাকায় আমাদের নৌকাটি থেমেছিল এক এলাকায় । স্থানীয় জনগন আমাদের পরিচয় এবং সুদুর রাজশাহী থেকে আমাদের যাত্রাপথে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা শুনে তারা বিস্মিত হয়েছিল । স্থানীয় জনগন সমাদর করে ঐ রাত্রে আমাদেরকে ডাল ভাত ও মোরগ পাক করে খাওয়ালেন । এমনি করেই প্রজ্জ্বলিত হয়ে আছে আমাদের গ্রাম বাংলার সরল জনগনের অচেনা আগন্তুকের জন্য নিঃশর্ত আতিথেয়তা । এই মানসিকতা পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কি না তা আমার জানা নেই । আজও মনে পড়ে ভৈরব নদীর পাড়ে ঐ গ্রামের নাম ছিল- সিদ্ধকাটি ।

অতি সকালে আযানের সুরের সময়কে ধরে বাছারী নৌকাখানা আবার ছুটল খুলনার দিকে । খালিশপুরের কাছে এসে অবগত হলাম- খুলনা এলাকাতে গতরাত্রে কারফিউ ছিল এবং রাস্তায় পুলিশ ও সামরিক বাহিনী টহল দিচ্ছে। মাত্র ০৪/০৫ জন যাত্রী ছাড়া বাকী সবাই খালিশপুর নেমে গেলেন। অনেক অনুরোধের পর নৌকাওয়ালাকে রাজী করালাম- আমাদের ০৪/০৫ জনকে খুলনার অপর পাড়ে বাগেরহাট বাসষ্ট্যান্ডে নামিয়ে দেয়ার জন্য । ০৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখে পথের অনেক ধাক্কা পেড়িয়ে কখনও স্কুটার, রিক্সা, ভ্যান ও অবশেষে মোটরলঞ্চ যোগে আমি ও আলম ভাই সন্ধ্যায় পৌছলাম ঝালকাঠি । আমাদের শেষ গন্তব্য ছিল বরগুনা । শুন্‌লাম সারাদিন বরিশাল থেকে ঝালকাঠি হয়ে বরগুনার দিকে কোন যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল করেনি । তবে রাত্রে একটা লঞ্চ যাবার প্রোগ্রাম আছে। আমাদের তখন অপেক্ষা- কখন লঞ্চ আসবে এবং আমরা বাড়ী পৌছব। ০৭ই মার্চ রাত ১২টার পরে লঞ্চ আসল এবং আমরা আমাদের সর্বশেষ যাত্রার দিকে রওয়ানা করলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, ০৭ই মার্চ ১৯৭১, বিকালে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে ভাষন দেয়ার তারিখ ছিল এবং সেই ভাষন ঢাকা বেতারে সম্প্রচারনেরও কথাছিল । কিন্তু আমাদের সাথে রেডিও না থাকার জন্য সে ভাষন আমাদের শোনা হয়নি।

০৮ই মার্চ ১৯৭১, সকাল পৌনে আটটায় আমি বাড়ীতে পৌছলাম । আব্বা আম্মাসহ বাড়ীর অন্য সবাই অবাক হয়ে আমাদের এই (০৫-০৭) মার্চের রাজশাহী থেকে ভ্রমন বর্ণনা এবং বিভিন্ন জায়গায় সরকারের বিরুদ্ধে জনগনের আন্দোলনের কাহিনী শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল । বাড়ীতে বসে সকাল আটটার সময় রেডিও খুলেই ঘোষনা শুন্‌লাম- ০৭ই মার্চের ভাষন যা গতকাল রেডিওতে সম্প্রচার করা হয়নি তা এখন বাজিয়ে শোনানো হবে । আনন্দে ও বিস্ময়ে মনটা ভরে গেল। তাহলে আমি বঙ্গবন্ধুর ভাষন মিস করিনি ! রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ০৭ই মার্চ ৭১ এর ঐতিহাসিক ভাষন শুনে আবেগে আপ্লুত হয়েছিলাম । মনোযোগ দিয়ে ও প্রান ভরে শুন্‌লাম- 'এ বারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' । তাহলে আমরা কোথায় কোন বিস্ময়ের দিকে আগাচ্ছি ?

১৯৭১ সালের ০৯ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত আমি অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে বাড়ীতে অবস্থান করতেছিলাম । রেডিওর খবর আর কোন দিকে পরিস্থিতি যাচ্ছে তা পুংখানুপুংখরুপে শুনতাম । বিদেশীদের ঢাকা শহর ত্যাগ, পূর্ব বাংলার সমস্ত শহরে আন্দোলনের লেলিহান শিখার বিস্তরন, জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিজয়ী আওয়ামী লীগের বৈঠক, বাংলাদেশ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট, সরকারী বেসরকারী বাঙ্গালী কর্মচারীদের বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান, সর্বত্র জনগনের লাঠি ও মশাল মিছিল সমেত পূর্ববাংলা ছিলো বিস্ফোরন মুখি একটি আনবিক বোমা । ভাবতেছিলাম এই প্রথম আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় সংসদে যাবে, পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হবে একজন বাঙ্গালী, সকল দাবীদাওয়া পুরন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষন তখনও আমি পুরোপুরি বুঝে উঠিনি । ইয়াহিয়া বা জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকা আগমন, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠক এবং পরিস্থিতির রাজনৈতিক সমাধানের দিকেই বেশী

মনোযোগী ছিলাম । মনে হয়েছিল হয়তো অচিরেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে এবং আবার আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে ফিরে যাব । এ সময় আমি কল্পলোকে বিচরন করে মার্চের বাসন্তী পূর্ণিমার রাতের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে জীবনের প্রথম কবিতা লিখলাম । যেখানে একটি লাইন ছিলো- "আধো শীত আধো গ্রীষ্ম এ পূর্ণিমা রাতে" । তাই এখনও বসন্ত পূর্ণিমার রাত আমার স্মৃতিকে গভীরভাবে উষ্ণায়িত করে তোলে ।

২৬ মার্চ ১৯৭১ । প্রতিদিনের মতো সকালে রেডিও অন করেই শুনি ঢাকা বেতার থেকে একটি দেশাত্মবোধক গান- "পলাশ ডাকা, কোকিল ডাকা - আমার এ দেশ ভাইরে ....."। শেষ হওয়ার পরেও পূনঃ পূণঃ একই গান বাজতে ছিল । দেশাত্মবোধক এ গানটি বার বার শুনতে যদিও ভালো লাগতেছিল- তবে দেশে কিছু একটা অঘটন ঘটেছে বলে মনে হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর কোন রকম ঘোষনা ছাড়া বেতার কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেল । গত দুই সপ্তাহ যাবত ঢাকা বেতার পূর্ববাংলার আন্দোলনের সমস্ত ঘটনা প্রবাহ সবিস্তারে সম্প্রচার করতেছিল । আন্দোলনের যাবতীয় খবর ঢাকা বেতার থেকেই আমরা শুনতেছিলাম । গতকাল রাত্রের খবর ছিল- চট্রগ্রামে মিছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ পৌঁছেছে চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দরে । জাহাজ থেকে অস্ত্র খালী করার ঘটনা নিয়ে চট্রগ্রামে বিরাজ করছে অস্থিতিকর পরিস্থিতি । সকাল সাড়ে আটটার দিকে ঢাকা বেতারে উর্দ্দুতে এক ঘোষনা এলো । ঘোষনার অর্থ যা বুঝলাম তা ছিলো- ঢাকাতে কারফিউ, সামরিক শাসন জারী এবং কিছুক্ষনের ভিতরে জেনারেল টিক্কা খানের ভাষন প্রচারের সংবাদ । কিছুক্ষন পর জেনারেল টিক্কাখানের সংক্ষিপ্ত ভাষনের পর আবার ঢাকা বেতার কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেল । কোথাও থেকে কোন খবর আর পাওয়া যাচ্ছিলনা । আমি শুধু রেডিও টিউনিং করতেছিলাম কোথাও থেকে ঢাকার কোন সংবাদ পাওয়া যায় কিনা এ আশায় । কলিকাতা বেতারে সকালের স্বাভাবিক অনুষ্ঠান প্রচারের পর বন্ধ হয়ে গেল । বেলা সাড়ে বারোটায় কলিকাতা বেতার থেকে স্বাভাবিক অনুষ্ঠান পরিচালনা শুরু হয় । ঢাকা বেতার তখনও বন্ধ । আমি একা একা ভাবতেছিলাম ঢাকাতে এখন না জানি কি হচ্ছে? হঠাৎ কলিকাতা বেতার তার স্বাভাবিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে অতি শান্ত কণ্ঠে প্রচার করল- "পূর্ব বাংলায় গৃহ যুদ্ধ শুরু হয়েছে । ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় সামরিক জান্তার সাথে ছাত্র, জনতা, পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে । পূর্ববাংলার অন্যান্য শহরেও সামরিক জান্তার সাথে জনগনের চলছে প্রতিরোধ যুদ্ধ"। এ ঘোষনার পর পরই বেতার থেকে বেজে উঠল- "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রানে বাজায় বাঁশি", বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত হৃদয়স্পর্শী এ গানটি । আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পড়তে লাগলো চোখের পানি । কিছুক্ষণ পর পর এই একই ঘোষনা এবং এ একই গান । আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে করুনাময়ের কাছে এ যুদ্ধ সাফল্যের জন্য প্রার্থনা জানালাম । সেদিনের পূন পূন ঝড়ে পড়া চোখের পানিকে বন্ধক রেখেদিলাম স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিদান হিসেবে । আমি উদগ্রীব হয়ে গেলাম এই সংবাদটি সবার কাছে পৌঁছানোর জন্য । বাইরে তাকিয়ে দেখলাম- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আকাশ। চারপাশে গ্রামবাংলার সবুজ দৃশ্যকে মনে হয়েছিল- এক নতুন সোনার বাংলা । মনের অজান্তেই এক মুঠো মাটি হাতে তুলে বলে উঠলাম- হে আমার স্বাধীন দেশের মাটি, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি । এ ভাবেই আনন্দ অশ্রু আর স্বাধীনতার জীবন মরন শপথের মাধ্যমে কেটেছিল আমার বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস ।

আইভরি কোষ্ট
১৩. ০৩. ২০০৬
khaleque1633@yahoo.com